সেবক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা ৮ পাতা

ইস্ট কোলকাতা
কালচারাল আর্গানাইজেশন
অবিরাম নাট্যচর্চার দশম বছরে
সকলকে নাট্য শুভেচ্ছা
নির্মল শিকদার
৯৮৩০০৪৯৭৩৮

কলকাতা ৩১ বৈশাখ ১৪২৩ ● শনিবার ১৪ মে ২০১৬ ● ২ টাকা

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও প্যারিস সম্মেলন

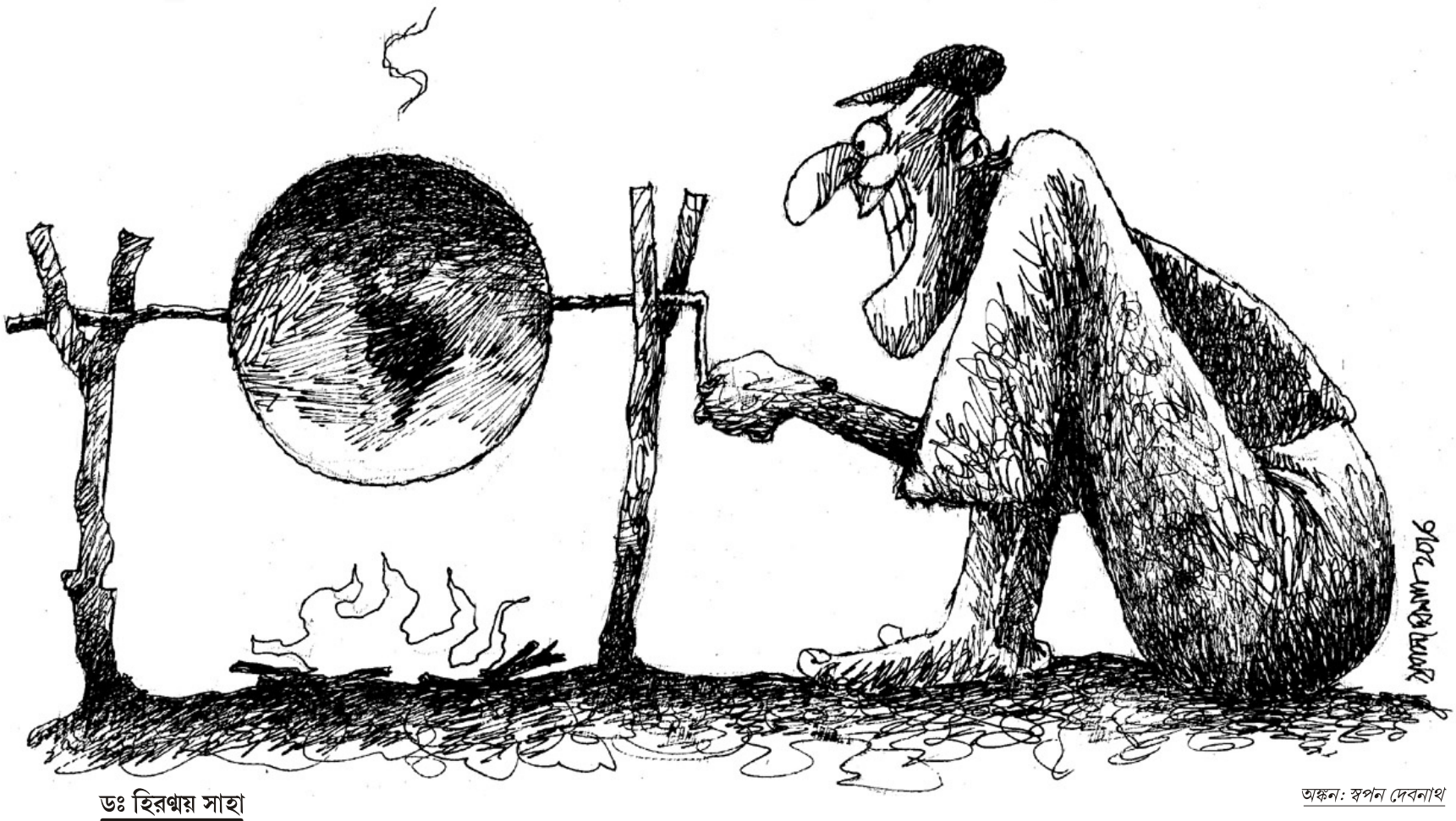

অঙ্কন: স্বপন দেবনাথ

ডঃ হিরণ্ময় সাহা

মানব ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অস্বস্তিকর অবস্থার সূচনা হয়েছে। গত পাঁচ বছর ধরে প্রতি বছরই উষ্ণতম বছরের রেকর্ড অতিক্রম করছে। বিজ্ঞানী ও আবহবিদগণ ভবিষ্যদ্বানী করছেন ২০১৫-র চাইতেও উষ্ণতর বছর হবে ২০১৬ সাল। গত বছর সারা পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং মারাও গেছেন। একটি বহুজাতিক সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে জলবায়ুর উষ্ণায়নের জন্য পৃথিবীতে গড়ে বছরে তিন লক্ষের মতো লোকের মৃত্যু হচ্ছে এবং প্রায় তিরিশ কোটি মানুষ কষ্ট পাচ্ছেন। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে বর্তমান কার্বন নির্গমনের হার যদি না কমানো যায় তবে আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে (ক) একত্রিশ কোটি মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটবে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে, (খ) সাড়ে সাত কোটি লোক তাঁদের গৃহস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সারা পৃথিবীর সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার সমগ্র মানুষজন। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তীব্র জল-সঙ্কট দেখা দেবে। খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে যাবে। অর্থনৈতিক উন্নতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। খরা ও বন্যার তীব্র প্রকোপে পড়বে পৃথিবীর বহু স্থান। আরও মজার হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়ঙ্কর ক্ষতির সিংহভাগই বহন করবে আফ্রিকা ও এশিয়ার তথাকথিত উন্নতিশীল দেশগুলি। যার মধ্যে আছে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কাসহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি কফি আন্নান তাঁর বক্তৃতায় জোর দিয়ে বলেছেন যে, মানবজাতির পক্ষে বিশ্ব উষ্ণায়ন অত্যন্ত ক্ষতিকর। নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মাথাই বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন এখন মানবজাতির বাঁচন-মরণ সমস্যা।

এই জলবায়ু পরিবর্তনের মূলে রয়েছে গ্রীনহাউস গ্যাসসমূহ। যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাইট অক্সাইড, ওজোন, হাইড্রোফ্লুও কার্বন ইত্যাদি। জলীয় বাষ্পও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রীনহাউস গ্যাস, কিন্তু এর গড় আয়ু মাত্র ৯ দিন, সেক্ষেত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইডের গড় আয়ু ১২ বছর ও মিথেনের ১০০ বছর গড় আয়ু। তাই জলীয় বাষ্পের পরিবেশ দূষণের ক্ষমতা খুব সীমিত। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা জানি বর্ষার দিনে গুমোটভাব খুব বেড়ে যায়। এটা আসলে একটা গ্রীনহাউস গ্যাস এফেক্ট। যার অর্থ ভূপৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছুরিত তাপপ্রবাহ (অবলোহিত রশ্মি) এই গ্যাসীয় স্তর দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে ভূপৃষ্ঠেই ফিরে আসে। এবং অন্তর্বর্তী জলবায়ুকে উষ্ণায়িত করে তোলে। ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা এর ফলে বেড়ে যায় -- একেই বলে বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন শক্তির বিশেষ করে বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা বাড়তে থাকে। আর এই বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি (ফসিল ফুয়েল)। অর্থাৎ কয়লা, ডিজেল, পেট্রল, জ্বালানি গ্যাস ইত্যাদি। আর এই ফসিল ফুয়েল পুড়িয়ে যে তাপ বিদ্যুৎ তৈরি হয় তার সাথে সাথে ভূপৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এছাড়া কৃষি-সামগ্রী উৎপাদন ও সঞ্চয়ের সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলে মিথেন গ্যাসের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রাক-শিল্প বিপ্লবের (১৭৫০ সাল) তুলনায় বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ৪১ শতাংশ। মিথেনের বেড়েছে ১৭০ শতাংশ, নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ২০ শতাংশ এবং ওজোনের ৪২ শতাংশ।

পৃথিবীতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত আমেরিকা ও ইউরোপ ছিল গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পুরোভাগে। কিন্তু গত বিশ বছরে গ্যাস নিঃসরণে পৃথিবীর এক নম্বর দেশ হচ্ছে চীন (বছরে ১০ হাজার মেগা টন কার্বন ডাইঅক্সাইড)। ভারতের স্থান চতুর্থ (বছরে ২ হাজার মেগা টন কার্বন ডাইক্সাইড) -- আমেরিকা ও ইউরোপের ঠিক পরে।

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইক্সাইড ও মিথেনের অনুপাত বাড়ার সাথে সাথে পৃথিবীর তাপমাত্রা যে বেড়ে যাচ্ছে সেটা বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন পঞ্চাশ বছর আগেই। এই নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞানীরা নানারকম আন্দোলন যেমন গ্রীনপিস মুভমেন্ট, বিশ্ব পরিবেশ দিবস (৫ই জুন), বসুন্ধরা দিবস (২২ এপ্রিল) ইত্যাদি ১৯৭০ সাল থেকেই পালন করে আসছেন। তবে রাজনৈতিক নেতারা এর গুরুত্ব বুঝেছেন অনেক পরে। ১৯৯২ সালে প্রথম UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি প্যারিসে যার ২১তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৯৬টি দেশের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রতিদিন বেড়ে যাওয়া এই বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধ করার ব্যাপারে ঐক্যমত হয়ে সার্বিক

এরপর ৪ পাতায়

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের জন্য মুক্ত হস্তে দান করুন

পূর্ণতার পথে আরও এক পদক্ষেপ

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল

গৌতম সাহা

সুজিত বোসের ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং সাধারণ মানুষের স্বেচ্ছা-দানে ৭০ বছরের প্রবীণ গান্ধী সেবা সঙ্ঘের সার্বিক সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে আমাদের সকলের নিজস্ব স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র -- গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল। হাসপাতালের ৭২ হাজার স্কোয়ার ফিটের ছ'তলা বাড়ীর মূল নির্মাণ পর্ব বেশ কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে। যদিও এখনও অনেক কাজ বাকি থেকে গেছে। যন্ত্রপাতি সহ হাসপাতালটি সম্পূর্ণ করতে এখনও কয়েক কোটি টাকার প্রয়োজন। দিনরাত এক করে, ঝড়ের গতিতে এর মধ্যেই হাসপাতালটির একতলার কাজ প্রায় শেষের দিকে। একতলায় থাকবে ওপিডি, রেডিওলজি বা ইমেজিং ইউনিট, এমার্জেন্সি, ফার্মেসি আর রিশেপসন কাউন্টার। ওপিডি-তে আছে ছটি পূর্ণমাপের চেম্বার, যেখানে মেডিসিন, গাইনি, অর্থপেডিক, কার্ডিওলজি, ক্যানসার, পেডিয়েট্রিক ইত্যাদি সহ থাকবে ডেন্টাল, ইএনটি আর চক্ষু বিভাগ। এছাড়াও মনোরোগ চিকিৎসা ও ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা থাকবে সেখানে।

ছবি: নন্দিনী বসু

এই বহির্বিভাগটিরই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল ২রা মার্চ ২০১৬, বুধবার সন্ধ্যায় প্রচুর উৎসাহী মানুষের উপস্থিতিতে। প্রথিতযশা একঝাঁক বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতি উদ্বোধনী সভাকে যথার্থ বর্ণময় করে তুলেছিল। হাসপাতাল কমিটির চেয়ারম্যান সুজিত বোসের সভাপতিত্বে হাসপাতাল ভবনের একতলাটির উদ্বোধন করেন রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিশিষ্ট হার্ট সার্জেন ডাঃ ভবতোষ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ সুশান্ত বন্দোপাধ্যায়। চিত্তরঞ্জন ন্যাশানাল ক্যানসার গবেষণা ও চিকিৎসা কেন্দ্রের অধিকর্তা ডাঃ জয়দীপ বিশ্বাস, নীলরতন সরকার হাসপাতালের ক্যানসার বিভাগীয় প্রধান ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ মন্ডল। প্রবীণ গ্যাসট্রোএন্ট্রোলজিস্ট ডাঃ সব্যসাচী রায়। শিল্পপতি শ্রী মহেশ শর্মা, ডাঃ তপন মণ্ডল, ডাঃ তাপস চট্টোরাজ, অধ্যাপক হিরণ্ময় সাহা। ডাঃ রানা ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট চিত্র সাংবাদিক শ্রী তারাপদ বন্দোপাধ্যায়। লেকটাউন থানার আইসি শ্রী ত্রিগুণা রায়, ডাঃ অনির্বাণ কুন্ডু, ডাঃ সুভাষ কুন্ডু, প্রধান আইনজীবী শ্রী গিরিজারঞ্জন সাহা, শ্রী শম্ভুনাথ বণিক। এছাড়া, দর্শক আসনে ছিলেন ডাঃ সৌমব্রত রায়চৌধুরী, ডাঃ শুভদীপ পাল, ডাঃ শুভব্রত গাঙ্গুলী, ডাঃ মৌসুমী সাহা, ডাঃ চিন্ময় দত্ত, শ্রী গৌরীপ্রসাদ সেন, শ্রীমতি রেখা রায় চৌধুরী, শ্রীমতি মঞ্জু মুখার্জী, শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রী অমল মালাকার, শ্রী প্রদীপ বর্মন। ছিলেন শ্রী সমীর চ্যাটার্জী, শ্রীমতি দিপ্তি রায়, শ্রী মানস রঞ্জন রায়, শ্রীমতি মায়া মাইতি সহ বেশ কয়েকজন দক্ষিণ দমদম পৌরসভার পৌরপ্রধান সমিতির সদস্য ও মাননীয় পৌর প্রতিনিধি। এছাড়া পরিপূর্ণ দর্শকাসন আলোকিত করেছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের জ্ঞানীগুণীজন। ছিলেন শ্রীমতি অনিতা দত্ত যিনি এই হাসপাতালের জন্য নিজের হাতের সোনার বালা দান করেছেন। জবা গুহঠাকুরতার মঙ্গলাচরণের পর প্রারম্ভিক ভাষণে অধ্যাপক হিরণ্ময় সাহা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে হাসপাতাল প্রকল্পটির অগ্রগতির বিবরণ দেন। চেয়ারম্যান সুজিত বোস হাসপাতালটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জানান হাসপাতালটির প্রধান লক্ষ্যই হল সাধারণ মানুষের জন্য ন্যায্য খরচে আধুনিক ও উন্নত মানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। সবার আন্তরিক সহযোগিতা ও সাহায্যে হাসপাতাল প্রকল্পটি অল্পদিনেই সম্পূর্ণ করা যাবে বলে তিনি আত্মবিশ্বাসী।

ডাঃ তাপস চট্টোরাজ চিকিৎসক-সমাজকে এই কল্যাণকারী স্বাস্থ্য প্রকল্পে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, যিনি হাসপাতালের ওপিডি-তে নিয়মিত রোগী দেখছেন, তিনি ওই বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন জানান। মেডিকেল এডুকেশনের ডিরেক্টর ডাঃ সুশান্ত বন্দোপাধ্যায় বলেন, সরকারি ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের বেসরকারি উদ্যোগে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল গড়ে ওঠা আজ প্রচণ্ড জরুরি। তিনি এই প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। শিল্পপতি শ্রীমহেশ শর্মা এই হাসপাতালের একতলাটি উৎসর্গ করেন তাঁর স্বর্গীয় স্ত্রী শ্রীমতি রাজেশ্বরী দেবী শর্মার নামে।

উদ্বোধনের পর ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে ৬১ জনের রক্তপরীক্ষা এবং ৩৭ জনের ইসিজি করা হয়। উপস্থিত সকল মানুষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্ঘের সম্পাদক এই হাসপাতাল প্রকল্পের জন্য মুক্তহস্তে দান করার আহ্বান জানান।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ

পরিচালিত

ক্যানসার রোগী ও সাথীর জন্য
অতি অল্প খরচে নির্ভয়ে
সুন্দর থাকবার ব্যবস্থা
গান্ধী সেবা সঙ্ঘ সেবা নিবাস

গান্ধী মোড়, ২০৭/১, এস. কে. দেব রোড, শ্রীভূমি, কোলকাতা-৪৮
শ্রীভূমি পোস্ট অফিসের পাশে

পথনির্দেশ

বাস - আর জি কর হাসপাতাল থেকে - 30C, 215/1, 211A
নিলরতন হাসপাতাল, শিয়ালদহ থেকে - 221. 223, 44, 45
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে - 46, 12C/1, 46,
বিরাটি-বাগুইআটি-এয়ারপোর্ট মিনি
লেকটাউন ভি. আই. পি. রোড মোড় স্টপেজ

প্রয়োজনে যোগাযোগ গান্ধী সেবা সঙ্ঘ (033) 25214011
দীপা দত্ত: 9007833036, অপূর্ব কুন্ডু: 9593576084
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য: 9836133762 গৌতম সাহা: 9432000260

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের সেবা নিবাসে আবাসিকরা। ছবি: অভীক গুহঠাকুরতা

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের
www.gandhisevasangha.org
ওয়েব সাইট দেখুন
মুক্ত হস্তে সাহায্য করুন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (সেবা নিবাস)

১ শ্রীমতি রেখা রায় চৌধুরী	১৫,০০০
২ শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু হালদার	২০০১
৩ শ্রীযুক্ত অবিনাশ আগরওয়াল	২০০০
৪ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রচাঁদ বানসাল	১১০০

সারা বাংলা ক্যারমে আবারও শামিম-আফতাব

আফতাব আলম ও শামিম মণ্ডল-এর সঙ্গে সুজিত বোস এবং গীতানাথ গাঙ্গুলি। ইনসেটে: মহিলা চ্যাম্পিয়ন মহুয়া ঘোষ। ছবি: শিবশঙ্কর দাস

সেবক প্রতিবেদন: রাজ্য ক্যারম চ্যাম্পিয়নশিপের পরে পরেই গান্ধী সেবা সঙ্ঘের মাণিক্য মঞ্চে ইস্ট কোলকাতা কালচারাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে ১০ থেকে ১৩ মার্চ, ২০১৬, চার দিনব্যাপী সারা বাংলা ক্যারম টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, বর্ধমান, প্রভৃতি জেলা থেকে প্রায় ২৮টি ক্লাবের ৭২টি টিম অংশগ্রহণ করেছিল। ১৪টি ক্যারম বোর্ড ও গুটির ব্যবস্থা করে দেন রাজ্য ক্যারম সংস্থার সচিব প্রতাপ শাহু। পুরুষদের ডাবলস ও মেয়েদের সিঙ্গলস বিভাগে বাংলার প্রায় সব খ্যাত খেলোয়াড়রাই অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টেয় এই প্রতিযোগীতার উদ্বোধন করেন অঞ্চলের মাননীয় বিধায়ক শ্রী সুজিত বসু ও বেঙ্গল ক্যারম অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সচিব শ্রী প্রতাপ শাহু মহাশয়। বিধায়ক তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে উদ্যোক্তাদের এই প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সচিব শ্রী প্রতাপ শাহু সমস্ত ক্লাবগুলো ও উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করেন যাতে কোনওরকম বিতর্ক ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে এই প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করতে। মাণিক্য মঞ্চের এই বিশেষ মসৃণ পরিসরের কথা উল্লেখ করে উদ্যোক্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন বেঙ্গল ক্যারম অ্যাসোসিয়েশনের প্রবক্তারা। আগামী দিনেও এই প্রতিযোগিতায় যে কোনওরকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন বেঙ্গল ক্যারমের সচিব প্রতাপ শাহু মহাশয়।

অঞ্চলে প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে চার দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। নিঃশব্দ পরিবেশে ১৪টি বোর্ডে খেলা চলেছে। ২৮ জন বিচারক ও প্রচুর দর্শক সমাগমে শুধু আওয়াজ বলতে ছিল ক্যারমের স্ট্রাইকারের। রবিবার ১৩ মার্চ দুপুরে ডাবলস ফাইনাল শুরুর আগে এই অঞ্চলে অকাল প্রয়াত শ্রী রাম চক্রবর্তীর স্মরণে তাঁর ছবিতে মাল্যদান করে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন অঞ্চলের অনেক ক্যারমপ্রেমী মানুষ। রাম চক্রবর্তী এই অঞ্চলের বিভিন্ন ক্লাবে ক্যারম প্রচলনে সক্রিয় ছিলেন এবং নিজেও ভাল ক্যারম খেলতেন।

ডাবলস ফাইনালে উঠেছিলেন যথাক্রমে আর্সেলান স্পোর্টিং ক্লাবের শামিম মণ্ডল ও আফতাব আলম জুটি। তাঁরা হারান বারুইপুর ক্যারম কর্নারের হায়দার আলি ও রিচার্ড মরিস জুটিকে। এরই পাশাপাশি রবিবার দুপুরে প্রচণ্ড উৎসাহ ও উত্তেজনায় মহিলাদের সিঙ্গলস প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফাইনালে ওঠেন মনোহরপুকুর ক্লাবের রাজ্য চ্যাম্পিয়ন মহুয়া ঘোষ। প্রতিদ্বন্দ্বী ওই ক্লাবেরই মালা দাস। চ্যাম্পিয়ন হন মহুয়া ঘোষ। সন্ধে ৭টা নাগাদ সমাপ্তি অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল ক্যারম অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রী গীতানাথ গাঙ্গুলী, প্রধান সচীব শ্রী প্রতাপ শাহু, সহ সভাপতি শ্রী জাহির ইসমাইল, মাননীয় সুজিত বসু এবং প্রখ্যাত লেখক প্রচেত গুপ্ত। গীতানাথ গাঙ্গুলী তাঁর ভাষণে মহিলাদের অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করেন। আগামীদিনে যাতে আরও মহিলা প্রতিযোগী এই খেলায় অংশগ্রহণ করেন তার জন্য বেঙ্গল ক্যারম অ্যাসোসিয়েশনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেন। বাংলা ক্যারম সংস্থার পক্ষে প্রতাপ শাহু সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হওয়ার জন্য উদ্যোক্তা, খেলোয়াড়, অ্যাসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত বিচারকদের এবং স্থানীয় মানুষদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। আগামীদিনে যাতে এই প্রতিযোগিতা আবারও এই স্থানেই অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য তিনি আন্তরিক আবেদন করেন। মাননীয় বিধায়ক তাঁর ভাষণে উদ্যোক্তা, ইস্ট কোলকাতা কালচারল অর্গানাইজেশনের বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ইস্ট কোলকাতা কালচারাল অর্গানাইজেশনের সারা বছর ধরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের নেপথ্য ইতিহাসের কথা। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা তাঁর বক্তৃতায় সাবলীলভাবেই উঠে আসে। প্রতিশ্রুতি দেন এই ধরনের কর্মযজ্ঞে তাঁর সহযোগিতা সব সময়েই থাকবে।

পুরস্কার বিতরণ করেন গীতানাথ গাঙ্গুলি ও বিধায়ক সুজিত বসু মহাশয়। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত সমস্ত খেলোয়াড়কেই সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ওই সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করেছিলেন 'আজকাল' সংবাদপত্রের এডিটর-ডিরেক্টর সম্মাননীয় অশোক দাশগুপ্ত মহাশয়। স্বাক্ষর করেছিলেন প্রখ্যাত ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত, ডঃ হিরণ্ময় সাহা, ক্যারম সংস্থার সভাপতি গীতানাথ গাঙ্গুলি এবং এস কে প্রামাণিক। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ ট্রফি উৎসর্গ করেছেন ইস্ট কোলকাতা কালচারল অর্গানাইজেশনের সহ-সভাপতি শ্রী শঙ্করলাল ঘোষাল তাঁর প্রয়াত বাবা-মা, স্বর্গীয় স্বদেশলাল ঘোষাল ও পুতুলরানী ঘোষাল-এর স্মরণে। চ্যাম্পিয়ন জুটিতে আর্থিক মূল্য ছিল ১২,০০০ টাকা ও রানার্স আপ জুটিতে ৭০০০ টাকা। যাঁরা সেমিফাইনালে পরাজিত হয়েছেন সেই জুটি পেয়েছেন ৩০০০ টাকা। কোয়ার্টার ফাইনালে ১০০০ টাকা এবং প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ৫০০ টাকা। এই বিশাল প্রতিযোগিতার সুষ্ঠ আয়োজনে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন বেঙ্গল ক্যারম সংস্থার সুজয় ব্যানার্জি, চঞ্চল দত্ত, অসীম হাজরা এবং প্রধান বিচারক এস কে প্রমাণিক। এই প্রতিযোগিতার মূল ভাবনায় ছিলেন নীতিশ মুখার্জি। এছাড়াও যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তাঁরা হলেন নির্মল শিকদার, শিবশঙ্কর দাস, প্রবীর বসু এবং ইস্ট কোলকাতা কালচারল অর্গানাইজেশনের সকল সদস্য-সদস্যারা।

এছাড়াও যাঁদের সাহায্যে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছে তাঁরা হলেন গান্ধী সেবা সঙ্ঘের সকল কার্যকরী সদস্যরা।

AGNI
AGNI POWER & ELECTRONICS PVT. LTD.
Leader in Solar PV Engineering
An ISO 9001 :2008 and OHSAS: 18001 : 2007 Certified Company
MNRE, Govt. Of India
Accreditated Channel Partner
HEAD OFFICE:
114, Rajdanga Gold Park (1st floor), Kolkata-700 107
Tele Fax: (091) (33) 4005-1193/4061-0038
E-mail: Info@agnipower.com/Web: www.agnipower.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল নির্মাণে যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন

১ শ্রীমতি চন্দ্রিমা চক্রবর্তী	৫০,০০০
২ শ্রীমতি অদিতি গুহ ঠাকুরতা ও শ্রীযুক্ত অর্ঘ্য দাস	৫০,০০০
৩ শ্রীমতি চন্দনা সাহা	৫০,০০০
৪ শ্রীযুক্ত গৌতম সাহা	৪০,০০০
৫ শ্রীযুক্ত সুধীর ভট্টাচার্য্য	২৫,০০০
৬ শ্রীযুক্ত ফনীলাল বিশ্বাস	২৫,০০০
৭ ডঃ সুভাষ কুন্ডু	২০,০০০
৮ শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার দত্ত	২০,০০০
৯ শ্রীমতি দীপ্তি ঘোষ	১০,০০০

সেবক
৩১ বৈশাখ ১৪২৩ ● শনিবার ১৪ মে ২০১৬

মানব বৃত্ত

যে মানব বৃত্তের কথা ভাবি আমরা, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প হল তার প্রধান পরিক্রমণপথ। আসলে কেন্দ্র এক, বৃত্ত অনেকগুলি। অনেকগুলি দিগন্তের একটি নির্দিষ্ট ভূমি। দিগন্তের ওপারে আরও দিগন্ত। বৃত্ত বোঝাতে, বলতে চাইছি মানুষের বৃত্ত। রবীন্দ্রনাথকে আমরা অনেকগুলি বৃত্তের একটি মাত্র কেন্দ্র হিসেবেই অবস্থান করতে দেখি। আমরা এমন বলি না যে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বা উপন্যাসেই কেবল মানুষের কথা আছে। কবিতাতেও এসেছে অজস্র মানুষ, পুরাণের মানুষ, ইতিহাসের মানুষ, দুই বিঘা জমি হারানো মানুষ, অধবুড়ো হিন্দুস্থানির মতো কিংবা গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দেওয়া মানুষ। নাটকে নৃত্যনাট্যগুলিতেও আছে ওই মানুষের কথা। শ্যামা-বজ্রসেন যদি নীতিপ্রহারে জর্জরিত হয়ে থাকে তো 'চণ্ডালিকা'র প্রকৃতি সমাজ-প্রহারে আর্ত এক মানুষ। আর সেই বৃহৎ আঙ্গিকে মানুষের কথাই বলে গান্ধী সেবা সঙ্ঘ। সার্বিক কাজে-কর্মে অবহেলিত, অসহায়, দীন-দরিদ্র মানুষের সেবাই এই সঙ্ঘের মূল ব্রত। যার বহিঃপ্রকাশ পত্রিকা 'সেবক'-এ প্রতি দ্বিমাসে প্রকাশিত।

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও প্যারিস সম্মেলন

১ পাতার পর

কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, ২০৩০ সালের মধ্যে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখতেই হবে। এর জন্য উপরিউক্ত সমস্ত দেশকেই তাদের সাধ্যমত প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণে তৎপর হতে হবে। এবং এই কর্মসূচি বাধ্যতামূলক ভাবে রূপায়ণ করতে হবে। কিন্তু প্যারিস সম্মেলনের সার্থকতা অনেকটাই নির্ভর করছে আমেরিকা ও চীনের সদিচ্ছা ও তৎপরতার ওপর।

এই ঐক্যমতের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, এই প্যারিস সম্মেলন মানবজাতির পক্ষে পৃথিবীকে রক্ষাকরার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব বান কি মুন প্যারিস চুক্তিকে পৃথিবী রক্ষা করার এক বিশাল পদক্ষেপ বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

প্যারিস সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, প্রত্যেকটি দেশ তার নিজের বৈশিষ্ট ও ক্ষমতা অনুযায়ী কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেন গ্যাস নিঃসরণ কমানোর কর্মসূচি গ্রহণ করবে এমনভাবে যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব উষ্ণায়ন ১.৫-২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে '০' মাত্রায় কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেন নিঃসরণের পরিমাণ নামিয়ে আনতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য বিশ্বের উন্নত দেশগুলো অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলিকে দেওয়ার অঙ্গিকার করেছে।

প্যারিস সম্মেলনে ভারত ও ফ্রান্সের নেতৃত্বে সোলার অ্যালায়েন্স বা সৌরমৈত্রী বন্ধন তৈরি হয়েছে। যার প্রধান কার্যালয় গঠিত হয়েছে দিল্লির গুরগাঁওয়ে -- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোলার এনার্জি নামক প্রতিষ্ঠানে। ভারতে আগামী ২০২২ সালের মধ্যে এক লক্ষ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে। কয়লা, ডিজেল এবং পেট্রলের পরিবর্তে জ্বালানি হিসেবে জৈব গ্যাস ব্যবহারের বিস্তৃত কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে প্যারিস সম্মেলন এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ইতিমধ্যেই ভারত এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

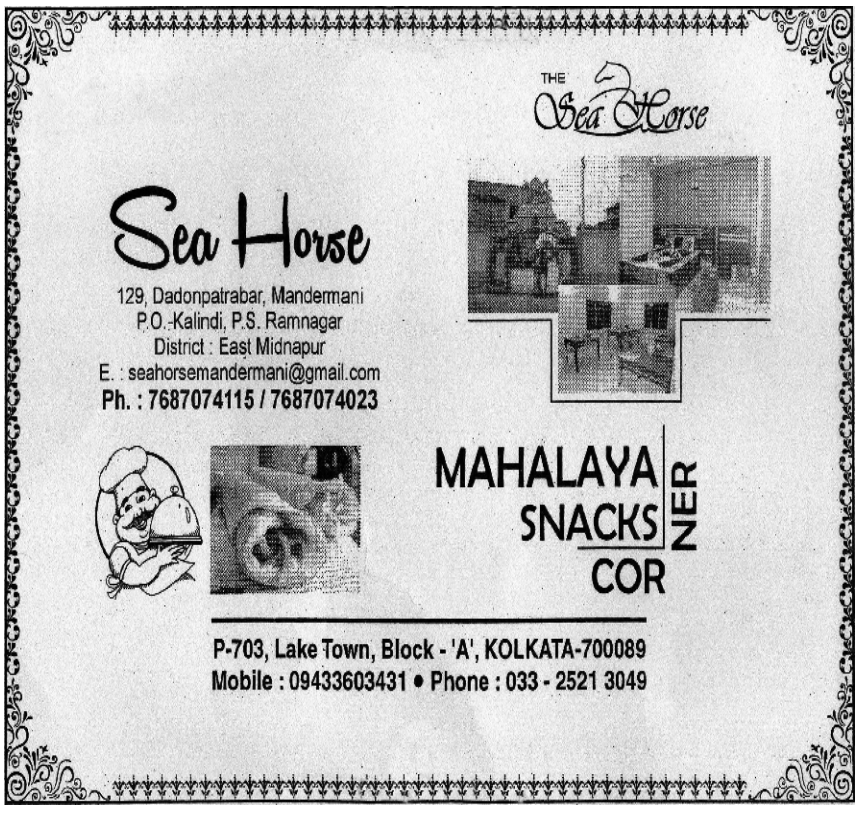

বৈদিক গণিতশাস্ত্র

শঙ্করলাল ঘোষাল

ধাবল বাথিয়া (Dhaval Bathia) সারা ভারতবর্ষে একটি বিখ্যাত নাম। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তাঁর প্রথম বই *How to Top Exams to Enjoy Studies* বেস্টসেলার হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল।

বৈদিক গণিতশাস্ত্রের ওপর তিনি প্রথম সেমিনার করেন ১৬ বছর বয়সে। ১৭ বছর বয়স থেকে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকদের বৈদিক গণিতশাস্ত্রের উপর ট্রেনিং দেওয়া শুরু করেন। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি অতিথি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ পান। বিভিন্ন করপোরেট হাউসেও তাঁকে সেমিনার করার জন্য ডাকা হয়।

অনেকেই হয়তো জানেন না কিংবা জানার সুযোগ পাননি যে বৈদিক গণিতশাস্ত্র হচ্ছে ১৬টি গণিতশাস্ত্রের ফর্মুলা। যা আবিষ্কার করেছিলেন জগৎগুরু স্বামী শ্রী ভারতিকৃষ্ণ তীর্থজি মহারাজ। সেই ১৬টি ফর্মুলা ব্যবহার করা হয় পাটিগণিত, বীজগণিত, জিওমেট্রি ও ক্যালকুলাস-এ। মহারাজের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। উনি একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং সমস্ত ক্লাসেই তিনি প্রথম হতেন।

ওনার সংস্কৃত, ইংরেজি, অঙ্ক ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ছিল অপরিসীম। উনি এমএ পাশ করেছিলেন।

বৈদিক গণিতশাস্ত্র জনপ্রিয় করার জন্য ধাবল বাথিয়া যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং যে সব কলাকৌশল ব্যবহার করছেন তা খুবই ম্যাজিকের মত। উনি এটাকে Mental Magic বলেন, এখানে দু'একটি উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি--

১) একজন মানুষের কাছে ঠিক এই সময় তাঁর পকেটে কত টাকা আছে এটা বলে দেওয়া যায়। নিম্নলিখিত বিষয়টি অনুধাবন করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে--

ক) যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন তার পকেটে কত টাকা আছে?

খ) পরে তাকে বলুন ৫ সংখ্যা যোগ করতে।

গ) যে উত্তরটি বেরোবে তাকে ৫ দিয়ে গুণ করতে বলুন।

ঘ) যে উত্তরটি বেরোবে তাকে দ্বিগুণ করতে বলুন।

ঙ) এরপর তাঁকে বলুন তাঁর প্রিয় শূন্য থেকে নয়-এর মধ্যে একক সংখ্যা যোগ করতে।

এরপর তাকে ফাইনাল সংখ্যাটি বলতে বলুন। সেই ফাইনাল সংখ্যা থেকে আপনি বলতে পারবেন যে সেই মানুষটির পকেটে কত টাকা আছে।

কী করে এটা সম্ভব তা নীচে দেখানো হল--

১) যে সংখ্যাটি বেরোবে তার একক সংখ্যাটি বাদ দিতে হবে (ignore the digit in unit place)

২) বাদবাকি যে সংখ্যাটি থাকবে তার থেকে পাঁচ বাদ দিলেই পকেটে কত টাকা আছে তা জানা যাবে।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পবিষ্কার হয়ে যাবে--

ক) পকেটে কত টাকা আছে = ২০

খ) ৫ যোগ করুন = ২৫

গ) ৫ দিয়ে গুণ করুন = ১২৫

ঘ) যে সংখ্যা বেরোবে তাকে দ্বিগুণ করুন = ২৫০

ঙ) আপনি যে কোনও প্রিয় সংখ্যা (০-৯) যোগ করুন, যদি প্রিয় সংখ্যা ৭ হয় তবে বেরোবে ২৫৭।

সুতরাং ফাইনাল সংখ্যাটি সে বলবে ২৫৭। আপনি এককের সংখ্যাটি বাদ দিন (ignore) তবে পড়ে থাকবে ২৫। তার থেকে ৫ বাদ দিন। তাহলেই পকেটে কত ছিল বেড়িয়ে গেল। উত্তরটা ২০।

বৈদিক গণিতশাস্ত্রের দুটি ছোট প্রয়োগ কৌশল বর্ণনা করে আজকের লেখা শেষ করব।

'কী ভাবে ৫ দিয়ে শেষ হওয়া যে কোনও সংখ্যার বর্গমূল (square root) কয়েক সেকেন্ডে করা যায়।

ধরুন ৯৫ এর বর্গমূল কত?

৫ ছাড়া সংখ্যাটি হল ৯। ৯ এর পরের সংখ্যা ১০। ৯-কে ১০ দিয়ে গুণ করলে ৯x১০=৯০ হয়। ৫x৫=২৫ হয়। বর্গমূল হল ৯০২৫।

এইভাবে ১০৫ এর বর্গমূল কত?

৫ ছাড়া আর সংখ্যা আছে ১০, ১০ এর পরের সংখ্যা ১১, ১০x১১=১১০

অতএব বর্গমূল হবে ১১০২৫।

যেমন ২০৫ এর বর্গমূল হবে ৪২০২৫ ২০x২১=৪২০।

'কি করে একটি সংখ্যাকে আর একটি সমসংখ্যক ৯ এর সংখ্যা দিয়ে কয়েক সেকেন্ডে গুণফল বার করা যায়'।

১) ৬৫৪ x ৯৯৯= কত?

ক) প্রথমে ৬৫৪ থেকে ১ বিয়োগ করে অর্ধেক উত্তর ৬৫৩ লিখে নিন

৬৫৪
৯৯৯
৬৫৩——

খ) এরপর ৯ থেকে ৬, ৫, ৩ বিয়োগ করলে আসে ৩, ৪, ৬

পুরো উত্তর হল ৬৫৩৩৪৬

এইভাবে নিম্নে দুটি উদাহরণ দেখানো হল:

২) ৯৯৯৪ x ৯৯৯৯

৯৯৯৪
৯৯৯৯
৯৯৯৩০০০৬

৩) ৪৫৬৭৮৯ x ৯৯৯৯৯৯

৪৫৬৭৮৯
৯৯৯৯৯৯
৪৫৬৭৮৮৫৪৩২১১

আজকের মত এখানেই শেষ করলাম।

আপনি কি জানেন ?

দেবাশিস ভট্টাচার্য

পিপাসা (একটি অকর্মক ক্রিয়া - Intransitive verb) -- যার অর্থ -- কোন কিছু পান করিবার প্রয়োজন অনুভব করা। অথবা, কোন কিছু অর্জন বা লাভ করিবার প্রবল আকাঙ্খা।

আপনি কি জানেন ?

আমরা সবাই-ই জলজ প্রাণী।

জল আমাদের শরীরের ৬০ শতাংশ;

আমাদের মস্তিষ্কের ৭০ শতাংশ;

আমাদের রক্তের ৮০ শতাংশ।

বিনা খাদ্যে আপনি একমাস থাকতে পারেন। বিনা জলে আপনার শরীর এক হপ্তাও টিকতে পারবে না। এই সেই জল -- যা কোটি কোটি বছর আগেও পৃথিবীতে ছিল, এখনও রয়েছে -- প্রায় সমস্ত গ্রহটা জুড়ে।

কিন্তু, এর মাত্র ৩ শতাংশ টাটকা জল, যার অধিকাংশই বরফ, ১ শতাংশেরও কম টাটকা জল মানুষের ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ, অন্যভাবে বললে --

পৃথিবীর সমস্ত জলের .০০৭ শতাংশেরও কম জল পান করার জন্য উপলব্ধ।

আপনি কি জানেন ?

আপনার ঘরে ব্যবহৃতব্য পরিশ্রুত জলের এক চতুর্থাংশ ব্যবহৃত হয় টয়লেট ফ্লাশ করতে; একবার টয়লেট ফ্লাশ করতে লাগে ৩ গ্যালন জল; লন্ড্রি বা ওয়াশিং মেসিনের একটি পূর্ণ ওয়াশে লাগে ৪০ গ্যালন; শাওয়ারের নিচে ১০ মিনিট দাঁড়ালে খরচ হয় ৫০ গ্যালন জল; কল খোলা রেখে দাঁত মাজার জন্য অপচয় হয় ৪ গ্যালন জল; কল বন্ধ রেখে দাঁত মাজলে খরচ হয় মাত্র ০.২৫ গ্যালন।

আপনি কি জানেন ?

বিশাল জল সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে.....

আমাদের জলের উৎসগুলি প্রচণ্ড চাপের মুখে...

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব জনসংখ্যা বেড়ে ৩ গুণ হয়েছে, জলের প্রয়োজন বেড়েছে ৬ গুণ। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি জনসংখ্যায় আরও ৩০০ কোটি (৩ বিলিয়ন) মানুষের সংযুক্তি হবে। এদের অধিকাংশ জন্ম নেবে সেই সব দেশে -- যেখানে জল সঙ্কট ইতিমধ্যেই প্রকট।

এসব ঘটনা কোন্ ঈঙ্গিতবহ ?

লস এ্যাঞ্জেলস বেসিন তার নিজের জল দিয়ে ১০ লক্ষ মানুষকে সাহায্য করতে পারে; ২০২০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা সেখানে পৌঁছে যাবে ২২০ লক্ষে। EI PASO এবং SAN ANTONIO আগামী ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে জলশূন্য হয়ে যাবে হয়ত। Central Florida ৫ বছরের মধ্যেই এই দুর্ভোগের গাড্ডায় পড়ে যেতে পারে।

আপনি কি জানেন ?

লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা বিশ্বে দৈনিক ৩ গ্যালনের কম জলে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। একজন গড় আমেরিকানের দৈনিক প্রয়োজন ১৬০ গ্যালন !

নদী দূষণের কারণে গত বছর ২ কোটি ৫০ লক্ষ (২৫ মিলিয়ন) উদ্বাস্তুদের হটানো হয়েছে। কোনও যুদ্ধাঞ্চল থেকে অপসৃত মানুষের তুলনায় এই সংখ্যা অনেকটাই বেশি। প্রতি ৩ জনে ১ জনের জন্য উপযুক্ত নিকাশী ব্যবস্থার অভাব। প্রতি ৫ জনে ১ জনের কাছে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছয় না। রাষ্ট্রপুঞ্জের তথ্য বলছে জলবাহিত রোগে প্রতি ২৫ সেকেন্ডে একটি শিশু মারা যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী জলসঙ্কট বাস্তবিক গভীর থেকে গভীরতর.....

বলা হচ্ছে -- তেলের আকালের আগেই ঘনিয়ে আসবে জলের আকাল। অতি মাত্রায় পাম্প করার কারণে অনেক দেশেই মাটির নিচের জল নিঃশেষিত। যে কারণে শস্যের ফলন ব্যাহত হচ্ছে। আরও আরও খাদ্যাভাব এবং মূল্যবৃদ্ধি যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

চীন দেশে ইতিমধ্যেই শস্যাভাব প্রকট।

ভারত, পাকিস্তান, ঈজিপ্টও ব্যতিক্রম নয়।

মানুষের জল সমস্যা খুব দ্রুত ক্ষুধার সমস্যায় পবিণত হচ্ছে।

এসবের অর্থ কি ?

পিপাসার্ত পৃথিবী !

পিপাসার্ত শিল্প !!

পিপাসার্ত কৃষি !!!

পিপাসার্ত মানুষ !!!!

জল নিয়ে, তাই, নতুন করে ভাবতে বসার সময় এখন।স্লোগান উঠুক কম ব্যবহার, বেশী সঞ্চয় !!

"পৃথিবীর একের পর এক দেশ জলাভাবে চরম সংকটের মুখোমুখি।

তাদের ইকোলজি বিপন্ন। আমরা যারা এখনো প্রচুর বৃষ্টি পাই, তাকে সত্যিকারের সম্পদ হিসাবে সযত্নে রক্ষা করে কাজে লাগানোই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক, সবচেয়ে উন্নয়নশীল কাজ।"

-- জয়া মিত্র।

(সুত্র: nandan_kumar@yahoo.com)

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা

শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

ঋ'প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে, জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী।"

বিশ্বকবির বাণীতেই বন্দিত সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের সেই সুবিশাল জ্ঞানগরিমা। ভারতীয় সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের আকর গ্রন্থ বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ। উপনিষদেরই উদাত্ত আহ্বান 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা'।

এই অনুপম উপদেশটি প্রথম শুনেছিলাম এই অঞ্চলেরই আজীবন শিক্ষাব্রতী শ্রী বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে। এই বিদগ্ধ মানুষটির বিবিধ বিষয়ে প্রগাঢ় পান্ডিত্য ছিল প্রশ্নাতীত। ভাল লাগত তাঁর সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা আর দীন-দরিদ্রের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ। আমি পরম ভাগ্যবান যে তাঁর প্রদীপ্ত প্রজ্ঞায় আমিও কিঞ্চিৎ প্রভাবিত, অনুপ্রাণিত। বর্তমান প্রজন্ম বোধ হয় জানেই না যে তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গড়ে উঠেছিল এই অঞ্চলের সর্ব প্রথম বিদ্যালয়-- আদ্যনাথ শিক্ষামন্দির।

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা'-- এই উপদেশের অর্থ সহজ কথায় বলা যায়, আমাদের ভোগের মধ্যেও যেন ত্যাগ থাকে। উপনিষদেই আরও আছে, ভোগের সামগ্রী যদি অতিরিক্ত সংগ্রহ কর, সঞ্চয় কর, তবে তুমি তস্কর। এইটিই মনে হয় সাম্যবাদের মূল কথা, যার সম্পদ আছে সে যেন কিছুটা মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্বলতর শ্রেণীর পাশে দাড়ায়।

আমাদের গান্ধী সেবা সঙ্ঘও সুদীর্ঘ সত্তর বছর সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর পাশে থেকে বিভিন্ন জনহিতকর কাজ করে চলেছে নীরবে, নিরলসভাবে। কারণ এই সৎপ্রচেষ্টার মাঝেই আছে অপার, অনাবিল আনন্দ। আর তার দ্বারাই মানুষের মনমন্দিরে লাভ করা যায় অক্ষয় আসন। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মন্ত্রই ছিল -- 'যত্র জীবন তত্র শিব'। তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দই 'দরিদ্র নারায়ণ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। আমিও যেন এই প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য হিসাবে তার নানাবিধ কল্যাণকর কর্মযজ্ঞে সামিল হয়ে এই জীবনকে যথাসম্ভব স্বার্থক করে তুলতে পারি, ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থণাই করি।

তাই শেষ করবো বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বহুশ্রুত সেই বিখ্যাত বাণীটি দিয়ে--

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছো ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'

মৃত্যুদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

২২শে এপ্রিল স্বর্গীয় স্বদেশলাল ঘোষাল-এর ত্রয়োদশ মৃত্যু বার্ষিকিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন তাঁর পুত্র শঙ্করলাল ঘোষাল।

সংঘ সংবাদ

সেবক প্রতিবেদন: আমাদের নিয়মিত পরিষেবা তার আপন গতিতে সুষ্ঠুভাবেই চলছে। গত এপ্রিল মাসে এ্যালোপ্যাথি বিভাগে প্রায় তিনশ'র ওপরে রোগী সেবা পেয়েছেন। হোমিওপ্যাথি বিভাগটি খুবই সুনামের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। গত মাসে প্রায় ৬০০-র বেশি মানুষ তাঁদের পরিষেবা পেয়েছেন। চক্ষু বিভাগটি আজ এই অঞ্চলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। প্রতি সোমবার সকালে এই চক্ষু বিভাগে ২৫ থেকে ৩০ জন রোগীকে দেখা হয় অতি সামান্য খরচের বিনিময়ে। প্রয়োজনে তাঁদের চশমা এবং অপারেশনও করানো হয়। এপ্রিল মাসে ৩৮ জন ক্যান্সার রোগী সঙ্ঘের সেবা নিবাসে চিকিৎসার জন্য এসেছেন।

সংঘ সংবাদ

সেবক প্রতিবেদন: গত ১৭ই মে মঙ্গলবার সকাল দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের নব নির্মিত ভবনে মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ওই ক্যাম্পে বিনামূল্যে ১৯জনের বেশি ডেন্টাল চেক-আপ করান। ৪০ জনের ব্লাডসুগার (Random) পরীক্ষা হয়। ২০ জনের নিউরোপ্যাথি টেস্ট হয়। থাইরয়েড (T3, T4, TSH) অতি সামান্য মূল্যে পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা হয়েছিল।

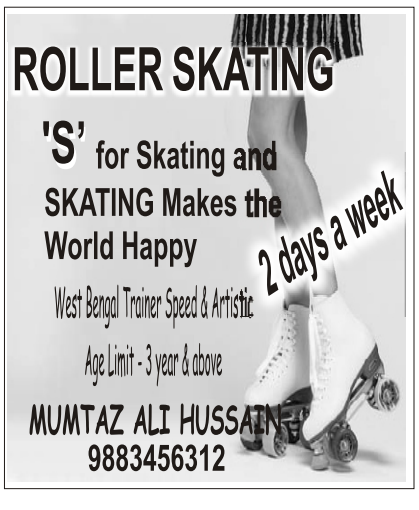

মিজোরাম ও সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীল

পৃথ্বিপতি চক্রবর্তী

ভারতবর্ষের ছোট্ট একটা সীমান্ত রাজ্য -- মিজোরাম। ১৯৭১ পর্যন্ত যা ছিল আসামের সব থেকে বঞ্চিত ও অনুন্নত আদিবাসী এলাকা বা জেলা (Tribal Area/District)। ২০০০ সালে, অর্থাৎ মাত্র তিরিশ বছর সেটি একটি দ্রুত উন্নয়নমুখী, প্রগতিশীল, সাক্ষরতার মাপকাঠিতে সারা দেশে প্রথম রাজ্য হিসেবে সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। ২০১১ সালের জনগণনায় দেখা যায় মিজোরামের জনসংখ্যা মাত্র ১০,৯১,০১৪। যার মধ্যে ৫,৫২,৩৩৯ জন পুরুষ আর ৫,৩৮,৬৭৫ জন মহিলা। সেক্স-রেশিও (Sex-ratio) বা স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত ৯৭৫:১০০০ অর্থাৎ প্রতি ১০০০ জন পুরুষে ৯৭৫ জন মহিলা যা নিঃসন্দেহে কেরালাকে টেক্কা দেওয়ার মত। সাক্ষরতার হিসেবে ৯১.৬%। আটটি জেলাতে বিভক্ত এই রাজ্যটি -- সাইজল, চম্‌ফাই, কোলাশিব, লংটাই, লুংলে, সামিত, সাইহা এবং সারছিপ। যদিও ১৯৭১ পর্যন্ত পুরো রাজ্যটাই সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ষষ্ঠ তপশীলের সমস্ত রক্ষাকবচের আওতায় ছিল। ১৯৭২ সালের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির পুর্নগঠন আইনে (North-Eastern Areas Reorga-nisation Act, 1971) পুরো রাজ্যটি আর ষষ্ঠ তপশীলি রাজ্য থাকে না। প্রধানত দক্ষিণ অংশটি অর্থাৎ সাইহা, লংটাই ও লুংলে জেলার অন্তর্ভুক্ত তিনটি এলাকাকে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলের সুরক্ষার মধ্যে আনা হয় এবং সেই এলাকাটিকে আবার তিনটি স্বশাসিত আদিবাসী (Autonomous Tribal District) পুর্নগঠিত করা হয়। এই তিনটি স্বশাসিত অঞ্চল যর্থাক্রমে লাই স্বশাসিত জেলা (Lai Autonomous District), মারা স্বশাসিত জেলা (Mara Antonomous District) ও চাকমা স্বশাসিত জেলা (Chakma Autonomous District) হিসেবে পরিচিত। মজার কথা এই যে, তিনটি স্বশাসিত অঞ্চল বা জেলাই মায়ানমার এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এবং অনুপ্রবেশ প্রবণ এলাকা। এই স্বশাসিত অঞ্চলগুলোতে আলাদা আইনসভা, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা আছে। স্বশাসিত অঞ্চলগুলোতে একটি করে Autonomous Council আছে, যার বেশীর ভাগ সদস্য সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসেন আর কিছু সদস্য রাজ্যপালের দ্বারা মনোনীত হন। এই স্বশাসিত অঞ্চলগুলোতে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় এক একটি আইনসভা যা Autonomous Council বা Autonomous District Council নামে পরিচিত, এবং এই সব আইনসভার যিনি প্রধান, তিনি Chairman হিসেবে পরিচিত হন। এই আইনসভাগুলো রাজ্যের আইনসভা বা বিধানসভার মত আইন প্রণয়ন করতে পারে কেবলমাত্র স্বশাসিত অঞ্চলের বসবাসকারীদের জন্য। আর প্রশাসনের প্রধান যিনি নির্বাচিত হন, তাঁকে বলা হয় Chif Executive Member বা Chief Executive Councilor। রাজ্যের Cabinet এর মত এই স্বশাসিত অঞ্চলগুলোর প্রশাসন পরিচালনা করে একটি Executive Council বা Committee। এই Executive Council বা Committee এর সদস্যরা রাজ্যের মন্ত্রীদের মত বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন। স্বশাসিত অঞ্চলগুলোতে এদের নিজেদের বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত। এই আদালত গুলো গ্রামীণ স্তরে Village court বা গ্রামীণ আদালত হিসেবে পরিচিত, মধ্যবর্তী স্তরে Subordinate District Council Court বা Intermediate Council Court আর সর্বোচ্চ স্তরে District Council Court হিসেবে পরিচিত। সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলের অণুচ্ছেদ সংখ্যা চার এবং পাঁচ অনুসারে এই বিশেষ আদালতগুলো গঠিত হয়। প্রধানত Customary Law বা জাতিগত প্রথাসিদ্ধ আইন অমান্যের বিচার করে এই আদালতগুলো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ষষ্ঠ তপশীলের তিন নং অণুচ্ছেদে যেসব আইন তৈরি করে এই স্বশাসিত অঞ্চলগুলোর আইনসভা, সেগুলোর উপরও বিচার করে এই আদালতগুলো। কেন্দ্রীয় আইন বা রাজ্য সরকারের দ্বারা প্রণীত আইনের বিচার করার অধিকার নেই এই আদালতগুলোর। তা সত্ত্বেও, যেহেতু বেশি সংখ্যক কেন্দ্রীয় আইন বা রাজ্য আইন এই অঞ্চলগুলোতে প্রযোজ্য হয় না, ষষ্ঠ তপশীলের বিশেষ ব্যবস্থায়, তাই বেশির ভাগ বিচার চলে স্থানীয় বা জাতি ভিত্তিক Customs বা প্রথা অনুসারে। এই Customs বা প্রথা এতই শক্তিশালী যে, মাঝেমাঝে দেখা যেত এই আদালত ধর্ষণ বা হত্যার মামলাগুলোও যা ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian Penal Code) অনুসারে দায়রা আদালত বা Sessions Court-এ' বিচার যোগ্য, তা না করে মিজোরামে নিজেরা বিচার করে প্রচলিত প্রথা অনুসারে। এই ধরনের Conflict of Power বা ক্ষমতার ভ্রান্ত ব্যবহারের জন্য রাজ্য সরকারকে প্রায়ই উচ্চ আদালতের অর্থাৎ High Count-এর শরণাপন্ন হতে হোত। এ সত্ত্বেও এই সব অঞ্চলে বা সামগ্রিকভাবে মিজোরামের দণ্ডনীয় অপরাধের সংখ্যা খুবই নগণ্য। যেখানে আসামের বোরোল্যান্ড বা কার্বি-আংলং স্বশাসিত অঞ্চলে প্রায়ই ভয়াবহ অপরাধের ঘটনা শোনা যায়, তুলনামূলকভাবে মিজোরামের এই স্বশাসিত অঞ্চলগুলোয় অপরাধের ঘটনা খুবই কম। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এবং রাজ্যপালের বিশেষ পর্যবেক্ষণে এই স্বশাসিত অঞ্চলগুলো পরিকল্পিত ভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। আসাম, অরুণাচল ও ত্রিপুরা যেখানে অবহেলিত চাকমা সম্প্রদায়কে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার বা পরিকল্পিত উন্নয়নের সুযোগসুবিধা দিতে পারেনি, মিজোরাম একটি সামান্য উন্নত রাজ্য হয়েও, হাজারও প্রতিবন্ধকতা সত্বেও, চাকমা-দের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দিয়েছে ১৯৭২ সালের ২৯শে এপ্রিল, Chakma Autonomous District Council গঠন করে।

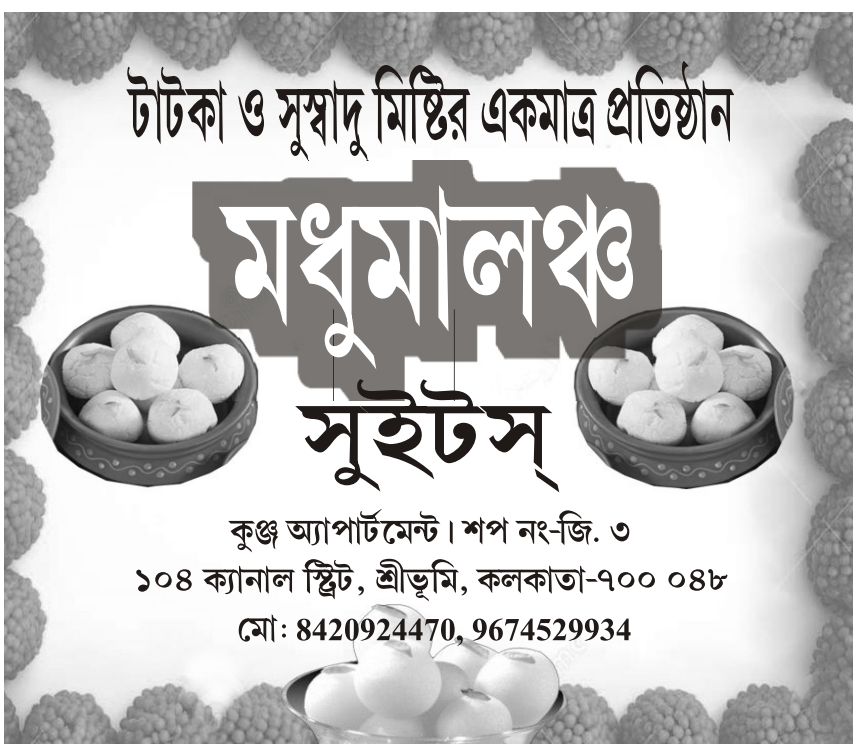

ভেঙে যাচ্ছে রক্তের গ্রুপের বেড়াজাল

বরুণ দেব ঘোষ

মরণাপন্ন রোগী। অন্তত কয়েক বোতল রক্ত চাই। আত্মীয়রা ছুটছেন ব্লাড ব্যাংক থেকে ব্লাড ব্যাংকে। খুঁজে বেড়াচ্ছেন রোগীর ব্লাড গ্রুপের রক্ত। সুযোগ বুঝে ব্লাড ব্যাংকগুলিও দাম হাঁকছে প্রচুর। আর অনেক কষ্টে রক্ত যখন মিললো ততক্ষণে রোগী হয়তো আর তার জন্যে অপেক্ষা করে নেই। এমন দৃশ্য আমাদের অতি পরিচিত। তবে বোধহয় খুব শীঘ্রই দৃশ্যটা বদলাতে চলেছে। কারণ, ডেনমার্কের ইউনিভার্সিটি অফ কোপেনহেগেনের একটি গবেষণা। গবেষণার প্রাথমিক ফল ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। এই গবেষণাটি করেছিলেন এক আর্ন্তজাতিক বিজ্ঞানীর দল। তাঁরা যে আবিষ্কার করেছেন তার ফলে যে কোন গ্রুপের দাতাই অন্য যে কোন গ্রুপের গ্রহিতাকে রক্ত দিতে পারবেন। বিজ্ঞানীরা ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে এমন দুটি উৎসেচক আবিষ্কার করেছেন যা লোহিত কণিকার মধ্যে থাকা 'এ' ও 'বি' অ্যান্টিজেনকে নষ্ট করে দেয়। এর ফলে 'এ', 'বি', 'এবি' এবং 'ও' গ্রুপের রক্তের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। অর্থাৎ তাদের কোনও পৃথক চরিত্রই থাকবে না। রক্তের লোহিত কণিকায় থাকে শর্করা জাতীয় অ্যান্টিজেন 'এ' ও অ্যান্টিজেন 'বি'। 'এ' গ্রুপের রক্তে থাকে 'এ' অ্যান্টিজেন ও 'বি' গ্রুপের রক্তে থাকে 'বি' অ্যান্টিজেন। আর 'এ' গ্রুপের রক্তে থাকে অ্যান্টিবডি 'বি' আর 'বি' গ্রুপের রক্তে থাকে অ্যান্টিবডি 'এ'। এই কারণেই এ গ্রুপের রক্ত বি গ্রুপের মানুষের দেহে গেলে পরস্পর মেলে না, ফলস্বরূপ মৃত্যু ঘটে লোহিত কণিকার। সেক্ষেত্রে রক্ত গ্রহিতারও মৃত্যু অনিবার্য। আবার 'ও' গ্রুপের রক্তে 'এ' বা 'বি'-র কোনও অ্যান্টিজেন নেই। তাই ওই গ্রুপের রক্ত যে কাউকে দেওয়া যায়। এই জন্য 'ও' গ্রুপের রক্তের মানুষকে 'সার্বজনীন দাতা' বলা হয়। সারা বিশ্বেই বিভিন্ন সময়ে রক্তের অভাব দেখা যায়, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়। সঠিক গ্রুপের রক্ত না মেলায় মারা যান অসংখ্য মানুষ। আর আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে রক্ত নিয়ে কিরকম অসাধু ব্যবসা হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তাই গ্রুপহীন রক্ত তৈরির চেষ্টা সেই ১৯৮০ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল। কিছুটা সাফল্যও পাওয়া গিয়েছিল। সবুজ কফি বিন থেকে মিলেছিল একটি উৎসেচক। ওই উৎসেচকটি অ্যান্টিজেন 'বি'-কে সরানোর ক্ষমতা রাখে। কিন্তু অ্যান্টিজেন 'এ'-কে সরানোর ক্ষমতা ওই উৎসেচকটির ছিল না। তার ফলে গবেষণাটি খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। তবে গবেষণা এতে থামেনি। মাঝখানে কৃত্রিম রক্ত তৈরির চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু তাও বিজ্ঞানীদের অভিষ্ট সিদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু নতুন এই গবেষণাটি আগের তুলনায় অনেক বেশি সাফল্য পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা প্রায় আড়াই হাজার ছত্রাক পরীক্ষা করেছিলেন। তার মধ্যে দুটি প্রজাতি 'এলিজাবেথকিংমিয়া -- মেননজ্যোসেপটিকাম ও ব্যাকটেরোইডিস ফ্রাজাইলিস' প্রজাতির ছত্রাক থেকে পাওয়া গিয়েছে দুটি উৎসেচক। এই দুটি উৎসেচক দিয়েই 'এ' ও 'বি' অ্যান্টিজেনকে সরানো যাচ্ছে বলে দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। রাসায়নিক পরীক্ষায় গবেষণাটি সফল হয়েছে, কিন্তু এই দুই উৎসেচকের প্রতিক্রিয়া রক্তের মধ্যে কতদিন কর্মক্ষম থাকে তা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। কারণ তা না হলে গোটা উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তবে গবেষক দলের প্রধান হেনরিক ক্লাউসেন আশা করেছেন তাঁদের পরীক্ষাটি শেষ পর্যন্ত সফল হবে। গবেষকগণের মধ্যে অন্যতম ফ্রান্সের ইউনিভার্সিটি অফ মার্সেইয়ের গারলিন্ড সুলজেনব্যাখার বলেছেন, 'এই ব্যাপারটা ট্রান্সফিউশন মেডিসিনে খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে চলেছে। কারণ সারা বিশ্বেই রক্তের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।' উৎসেচকগুলির ত্রিমাত্রিক কাঠামো বিশ্লেষণ করেছেন গারলিন্ড। এই পদ্ধতিতে দাতার রক্তকে নতুন উৎসেচকে 'ইনকিউবেট' করে রাখতে হয়। এর জন্য মাত্র এক ঘণ্টাই যথেষ্ট। তারপরে দাতার রক্তে আর 'এ' বা 'বি' কোনও অ্যান্টিজেনই থাকে না। এমনকি ধ্বংসকারী উৎসেচকগুলির ও কোন চিহ্ন থাকে না। এই উৎসেচকগুলিকে ব্যবহার করে যে কোনও গ্রুপের রক্তকে 'ও' গ্রুপের রক্তে পরিণত করা যায়। তার ফলে যে কেউ সবাইকে রক্ত দিতে পারবেন। সবাই হয়ে উঠবেন 'সার্বজনীনদাতা' এবং এটা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব। বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে আশাবাদী, এই গবেষণার জন্য অর্থ সাহায্য করেছে বিখ্যাত মার্কিন ওষুধ নির্মাতা সংস্থা জাইমকোয়েস্ট, ভবিষ্যতে এই পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ সফল হলে এর মালিকানা থাকবে জাইমকোয়েস্ট-এর হাতেই। এই গবেষণার সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে 'নেচার' ও 'নেচার বায়োটেকনোলজি' পত্রিকায়। বিজ্ঞানী মহল বেশ উচ্ছ্বসিত এই আবিষ্কারে। তবে সাবধানী মত প্রকাশ করছেন তাঁরা। অধিকাংশেরই বক্তব্য যতক্ষণ না ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে, অর্থাৎ মানুষের ওপরে পরীক্ষায় ব্যাপারটি সফল হচ্ছে ততক্ষণ চূড়ান্ত মন্তব্য করার সময় আসেনি।

আমরা ঠিক কতটা বাঙালি ?

ডঃ কৃষ্ণা বসু

আমাদের এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়িতে একটি আড্ডায় দুটি নবীন ছেলে এসেছে অংশ গ্রহণ করতে। তারা কবিতা লেখে। তারা দুজনে দুটি বই প্রকাশ করেছে। আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুটিকে সেই বই দুটি তারা উপহার দিতে চায়। কলম তুলে নিয়ে হাতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপক কিছু লেখে তারা, তারপর মুখ তুলে সকলের দিকে তাকিয়ে, আজ কতই ফাল্গুন, এখন কত বঙ্গাব্দ? জিজ্ঞাসা করে তারা। কতই ফাল্গুন তা বলতে পারে না কেউই। আমি কিন্তু বিস্মিত হয়ে থাকি, সত্যিই তো ঠিক কতটা বাঙালি আমরা? এই প্রশ্নটি আমাকেও বিচলিত করে তোলে।

এই প্রশ্নের সামনে আমি নবীন বঙ্গাব্দের সূচনা লগ্নে সমস্ত বাঙালি জাতিকে দাঁড়াতে বলি। নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করতে বলি 'ঠিক কতটা বাঙালি আমরা'? আমাদের চারপাশে যে মানুষজন আছেন, তারা কোন ভাষায় সারাদিন কথা বলেন? তাঁরা প্রভাতকালে চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হলে বলেন 'গুড মর্নিং', তাঁরা বলেন না 'সুপ্রভাত'। আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে বলে না, -- 'কী রে কেমন আছিস? কী খবর?', তারা বলে, 'হাই, বাহ'। 'কেমন আছি? বিন্দাস আছি বিন্দাস' এই যে বঙ্গ সংস্কৃতির বিপন্নতা, -- এগুলিকে নিয়ে ভাবতেই হবে। আমাদের জাতি সত্তার কেন্দ্রে যে আছে 'বাঙালিত্ব', তা আমরা ভুলতে বসেছি বৈ কি!

আমার বাংলাদেশের বেশ কিছু সাহিত্যিকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে। বাংলাদেশে গেলেও তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়, আলাপ চারিতা হয়, সাহিত্য আলোচনা হয়। তাঁরাও আমায় বলেন, সেখানে অল্পবয়সী দম্পতিরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াচ্ছেন, যে বাংলা ভাষার জন্য বাঙালি জাতিসত্তার জন্য তাঁদের এত আকূতি ছিল, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হল যার থেকে, সেই বাংলাদেশী নবীন দম্পতিরাই তাদের শিশু সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়াচ্ছেন? সত্যি আবার সেই প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়াই যে-- 'কতটা সত্যিকারের বাঙালি আমরা?' এখন ১৪২২ বঙ্গাব্দ ছেড়ে আমরা ১৪২৩ বঙ্গাব্দে প্রবেশ করেছি, আরম্ভ হল বৈশাখ মাস,-- যে বৈশাখে বিশ্ব সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। আর তিনি এমন একজন ব্যক্তি যাঁর লেখা গান একাধিক রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত রূপে মান্যতা পেয়েছে। 'আমরা ঠিক কতটা বাঙালী?' এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে এই কাথাটিও মনে পড়ে, যে এই বাংলা ভাষার জন্য গোটা পৃথিবী মাতৃভাষা দিবস পেয়েছে। ১৯৬২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যে তরুণেরা বাংলা ভাষায় জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, সেই রফিক, বরকত সালাম, শফিউর -- এঁদের এই আত্মোৎসর্গ, আত্মবলিদান ভুলে যাব আমরা? কেন ভুলে যাব? কীভাবে যে ভুলে যাব!

একটি ঐতিহাসিক মত আছে যে সম্রাট শশাঙ্কের সময় থেকেই বঙ্গাব্দের গণনার সূচনা হয়। এখন পর্যন্ত এই তথ্যের সমর্থনে তেমন উপকরণ পাওয়া যায়নি। হজরত মহম্মদ ও শশাঙ্ক প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। আর একটি ঐতিহাসিক মত আছে যে আকবর বঙ্গ বিজয় করেন ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে। সম্ভবত, সেই সময় থেকে বঙ্গাব্দ ব্যবহার চালু হয়। আকবর ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মধ্যযুগে বাংলায় শকাব্দ গণনার প্রমাণ খুবই পাওয়া যায়। সম্রাট কণিষ্কের সময় শকাব্দ-এর ব্যবহার আরম্ভ হয়। তা সে যাই হোক, বাঙালির বঙ্গাব্দ সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। আমরা সে কথা মনে রাখি না। প্রশ্ন জাগে মনে, 'আমরা ঠিক কতটা বাঙালি?' বাংলা সংস্কৃতির যে গৌরবময় ঐতিহ্য, ধারা ও বৃদ্ধি এবং বিস্তার সে সম্পর্কে আমরা সচেতন হব আর কবে? আমি ১৪২৩ বঙ্গাব্দের নববর্ষের সুন্দর সময় সকলের কাছে প্রশ্ন রাখছি-- আমরা ঠিক কতটা বাঙালি?-- একবার নয়, বারবার ভেবে দেখুন।

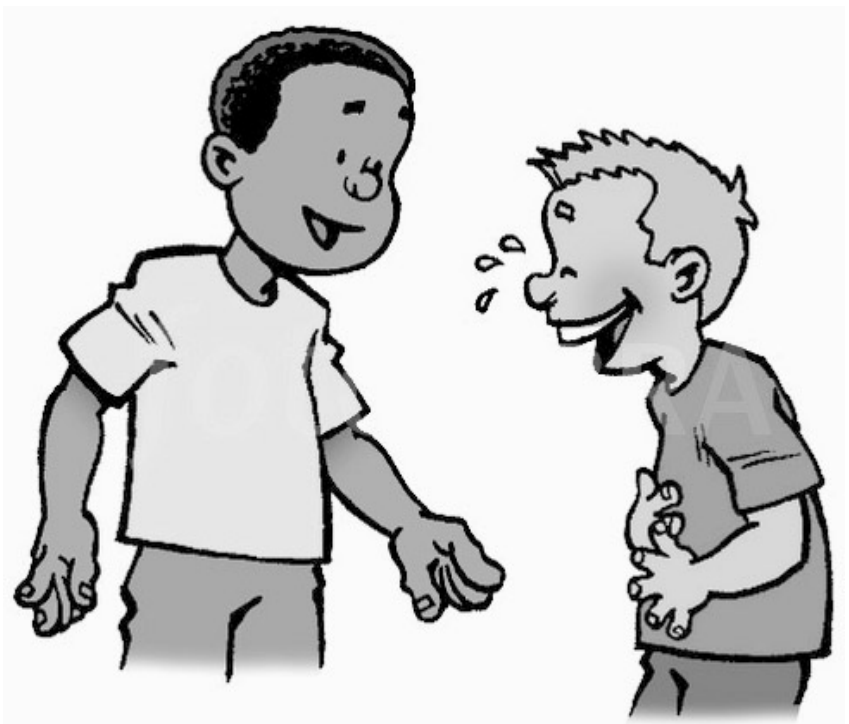

A Welfare Endeavour of Gandhi Seva Sangha

GSS Hospital OPD Services Gandhi More Sreebhumi, Kol- 700048

Doctors Name	Specialisations	Time Schedule
1. Dr. Sudipta Chattopadhay	Medicine & Diabetology	Tues 5-7 pm, Fri 4-6 pm
2. Dr. Subhadip Pal	Medicine & Diabetoogy	Tues 5-7 pm
3. Dr. B. K. Gupta	Medicine & Diabetology	Thurs 7-8 pm
4. Dr. S. B. Roy Choudhury	Medicine & Deabetogy	Tues 4-6 pm
5. Dr. Swapan De	Cardiology	Mon 7-4 pm, Thurs 4-5 pm
6. Dr. Sumit Acharya	Cardiology	Mon & Fri, 4-6 pm
7. Dr. Anirban Kundu	Cardiology	Sat 10-12 am
8. Dr. Sabyasachi Ray	Gastroenterology	Thurs 7-8 pm
9. Dr. Subhabrata Ganguly	Gastroenterology	Tues 6-8 pm
10. Dr. T. Karmakar	Orthopaedic	Tues 6-7 pm
11. Dr. A. K. Sing	Orthopaedic	Thurs 4-6 pm
12. Dr. Sudipta Bandapadhyay	Orthopaedic	By Appointment
13. Dr. Ashok Mandal	Gynaecology & Obstetrics	Tues & Fri 12am-1 pm
14. Dr. D. Ganguly	Gynaecology & Obstetrics	Mon12-2 pm, Fri 4-6 pm
15. Dr. Bandana Pal	Gynaecology & Obstetrics	Wed & Fri 6-7 pm
16. Dr. Trina Sengupta	Gynaecology & Obstetrics	Thurs 4-6 pm
17. Dr. R. K. Biswas	Paediatric	Fri 10-12 am
18. Dr. Dr. Tapas Kr. Chandra	Paediatric	Wed 9-11 am
19. Dr. A. C. Kundu	Chest Medicine	Mon 4-5 pm
20. Dr. Joy Basu	Family Medicine & Skin	Mon 6-8 pm, Thurs 6-8 pm
21. Dr. Subhas Kundu	Family Medicine & Skin	Tues 11-12 am
22. Dr. Diptendu Sinha	Surgery	Mon & Wed 11-1 pm
23. Prof. Dr. Anup Majumder	Oncology	Wed 11-1 pm
24. Prof. Dr. Srikrishna Mandal	Oncology	Tues 7-8 pm
25. Prof. Dr. Ajit Saha	ENT	Tues & Thurs 10-12 am
26. Dr. S. Chandra	ENT	Fri 10-11 am
27. Dr. Saibal Mitra	Eye	Wed 6-7 pm, Sat 5-6 pm
28. Dr. Rupam Roy	Eye	Mon 6-8 pm
29. Dr. Saradi Banerjee	Family Physician	
30. Dr. Mousumi Saha	Family Physician	
31. Dr. Indranil Basak	Family Physician	
32. Dr. Sayantan Manna	Family Physician	
33. Dr. Jayanti Poddar	Family Physician	
33. Dr. Aniruddha Maitra	Paediatric	
34. Dr. T. K. Chattaraj	**MD**	Tues & Fri 9-10 AM

General Physician is available everyday.
Special Doctors of Nephrology, Neuro and some other disciplines will be available shortly.
Under installation are fully equipped Dental Unit under Senior Dental Surgeon* Modern Pathology Labrotary* Digital X-Ray (Siemens)* Computerised Eye Unit
OPD is open MON to SAT, 9 am-1 pm, 4 -8 pm.

Appointment & Enquiry 9903321777, 9836066910.
Doctor Consultation fees Rs. 100, 150, 200/- only.
All diagnostic tests at high discount rates.

আনন্দ সংবাদ-আনন্দ সংবাদ-আনন্দ সংবাদ
শুরু হয়ে গেল
গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালে
ডেন্টাল ও ম্যাক্সিলোফেশিয়াল ক্লিনিকের
পরিষেবা

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে সুব্রত পাল কর্তৃক ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত ও মাল্টিমেড ক্রিয়েট, সি এ ৫/১৩, দেশবন্ধুনগর, কলি-৫৯ হইতে মুদ্রিত
২য় বর্ষ ● ১০ম সংখ্যা। সম্পাদক: জবা গুহঠাকুরতা sebakpatrika@gmail.com